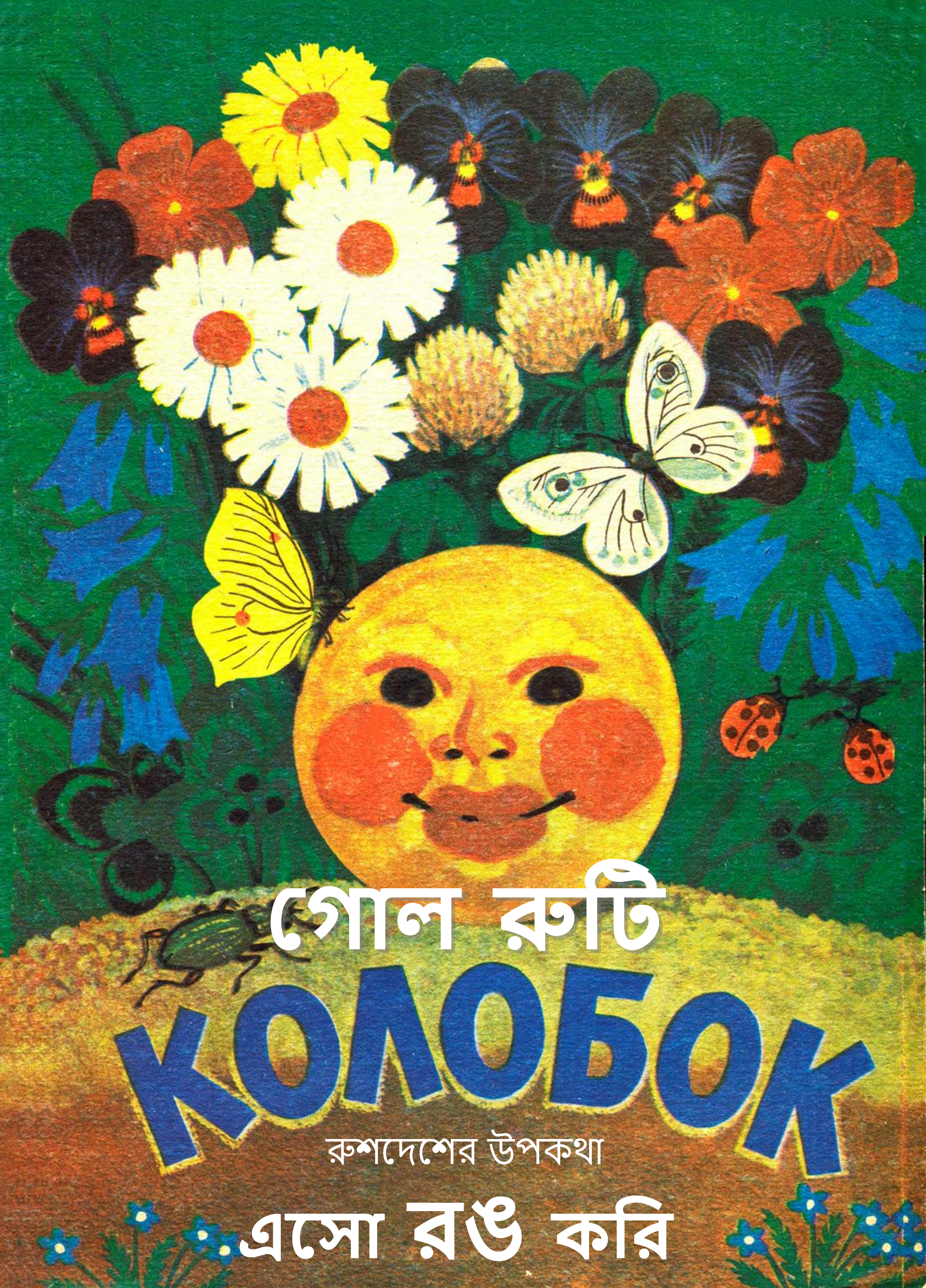

গোল রুটি

КОЛОБОК

রুশদেশের উপকথা

এসো রঙ করি

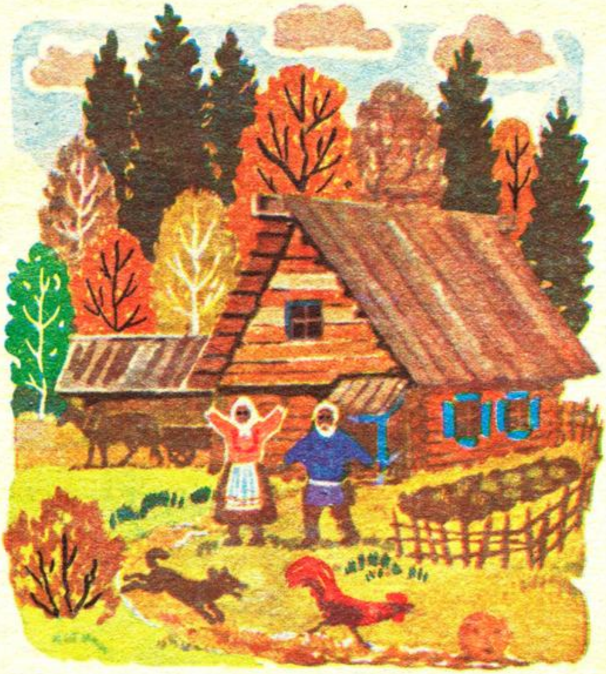

এক ছিল বুড়ো আর বুড়ী।

একদিন বুড়ীকে বুড়ো ডেকে বলল:
‘ও বুড়ী একবার হাঁড়িটা চেঁছে, ময়দার টিন ঝেড়ে বেছে দেখ না, একটু ময়দা পাস কিনা। একটা গোল রুটি করে দিবি?’

বুড়ী তখন একটা মোরগের পাখনা নিয়ে বসে গেল। হাঁড়ি চেঁছে, ময়দার টিন ঝেড়ে, কোনরকমে দু’মুঠো ময়দা বের করল।

ময়ান দিয়ে বুড়ী ময়দাটুকু ঠাসল। তারপর সুন্দর গোল একটা রুটি তৈরি করে, ঘিয়ে ভেজে, রেখে দিল জানলার ওপরে জুড়বার জন্যে।

গোল রুটি আছে, হঠাৎ গড় গড় গড় – গড়াতে শুরু করল – জানলা থেকে বেঞ্চি, বেঞ্চি থেকে মেঝে, মেঝে থেকে গড়িয়ে দরজার কাছে এসে একলাফে চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে সোজা বারান্দা, বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি, সিঁড়ি পেরিয়ে উঠোন, উঠোন পেরিয়ে ফটক, চলল তো চললই।

গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলেছে, পথে দেখা এক খরগোসের সঙ্গে। খরগোস বলল
‘গোল রুটি, গোল রুটি, তোকে আমি খাব!’
গোল রুটি বলল, খাস না খরগোস, বরং গান গাই শোন:

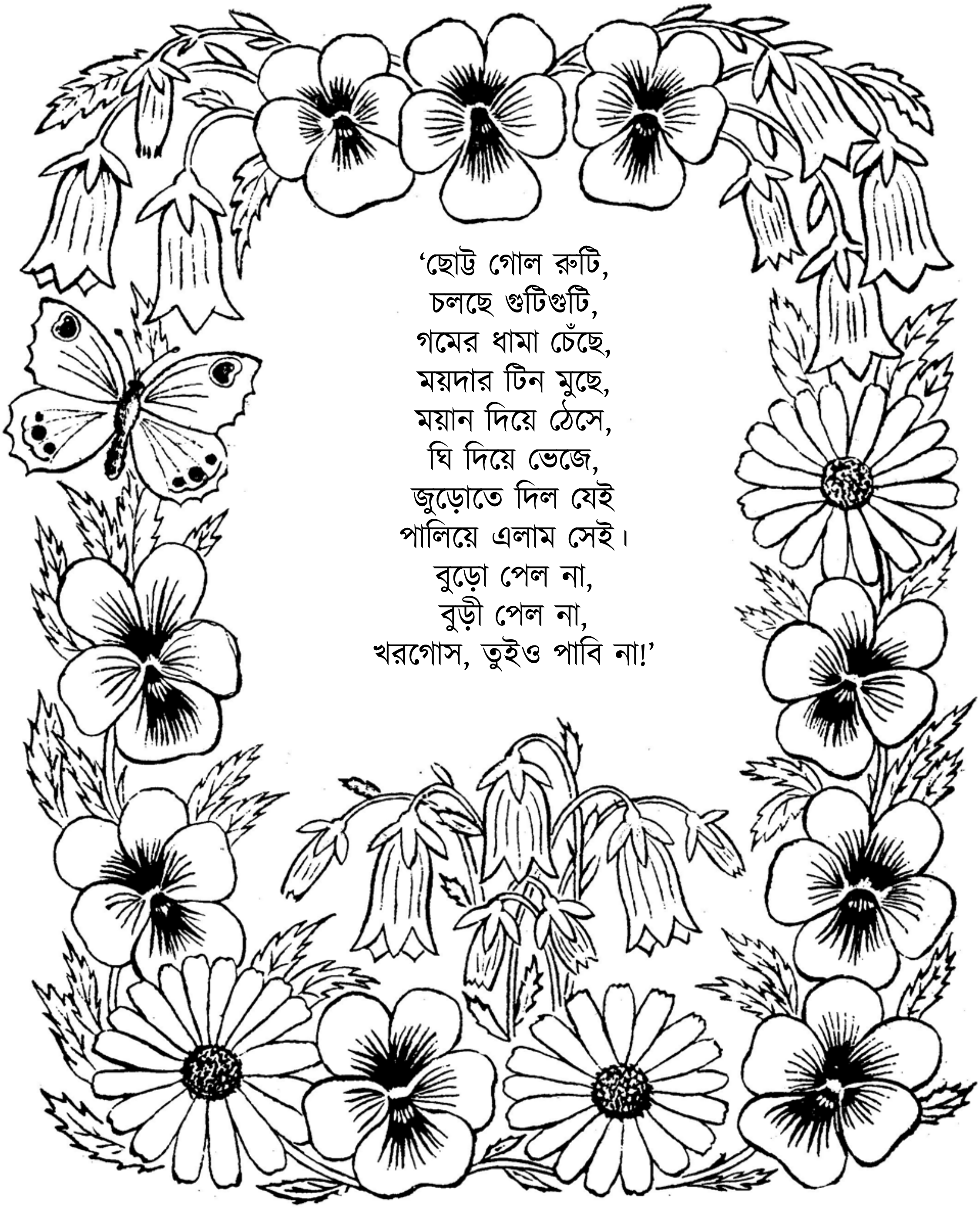

‘ছোট্ট গোল রুটি,
চলছে গুটিগুটি,
গমের ধামা চেঁছে,
ময়দার টিন মুছে,
ময়ান দিয়ে ঠেসে,
ঘি দিয়ে ভেজে,
জুড়োতে দিল যেই
পালিয়ে এলাম সেই।
বুড়ো পেল না,
বুড়ী পেল না,
খরগোস, তুইও পাবি না!’

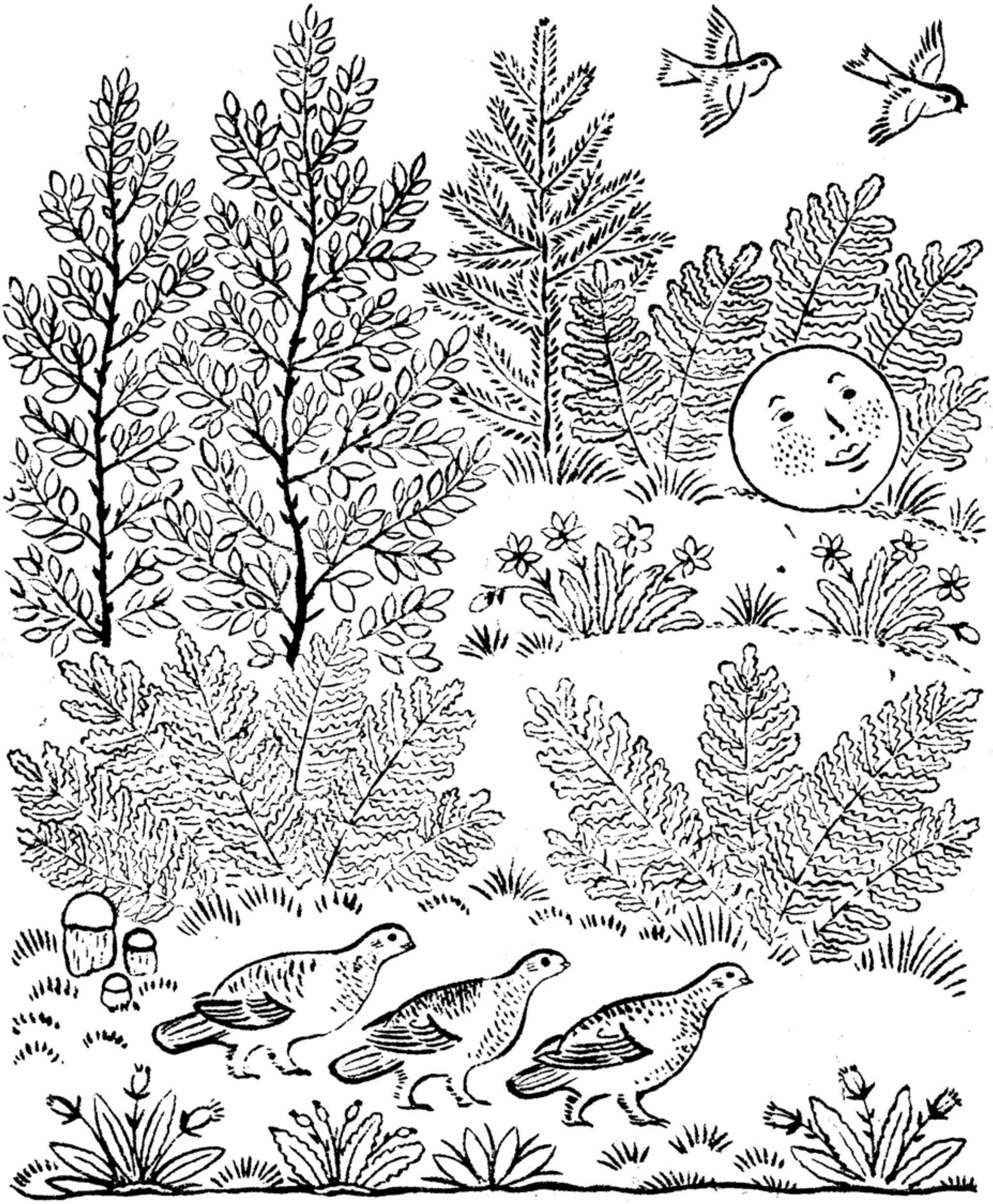

খরগোস চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলে গেল বহুদুর।

গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলেছে, পথে দেখা এক নেকড়ের সঙ্গে।
 ‘গোল রুটি, গোল রুটি, তোকে আমি খাব!’
পাঁশুটে নেকড়ে, খাস না, গান গাই শোন:

‘ছোট্ট গোল রুটি,
চলছে গুটিগুটি,
গমের ধামা চেঁছে,
ময়দার টিন মুছে,
ময়ান দিয়ে ঠেসে,
ঘি দিয়ে ভেজে,
জুড়োতে দিল যেই
পালিয়ে এলাম সেই।
বুড়ো পেল না,
বুড়ী পেল না,
খরগোস পেল না,
ওরে নেকড়ে, তুইও পাবি না!’

নেকড়ের চোখের পলক পড়তে না পড়তেই গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলে গেল বহুদুর।

গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলেছে, পথে দেখা এক ভালুকের সঙ্গে।

.

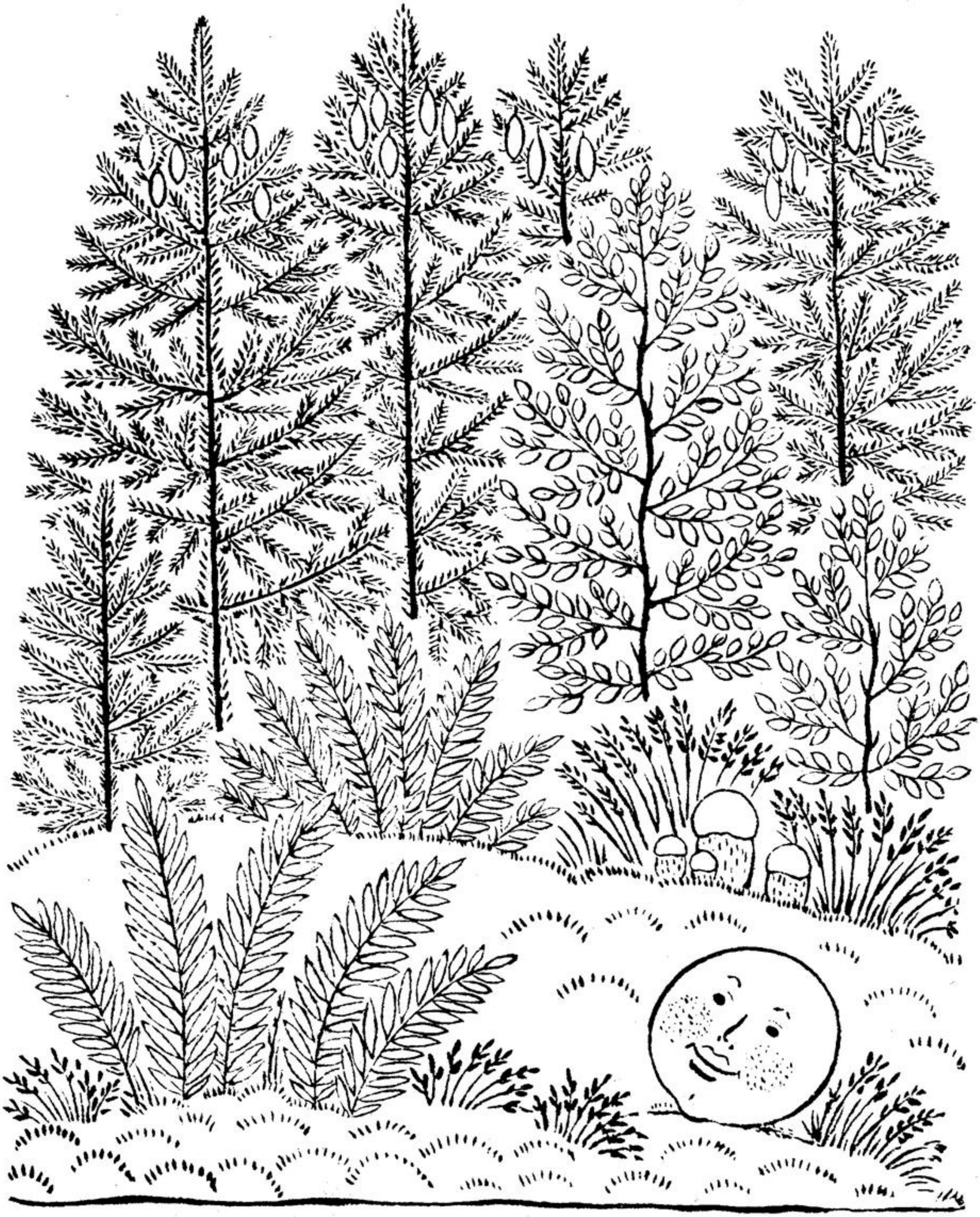

‘গোল রুটি, গোল রুটি, তোকে আমি খাব!’
‘ওরে ট্যারা-থাবা ভালুক, আমায় খাওয়া তোর কম্ম নয়!’

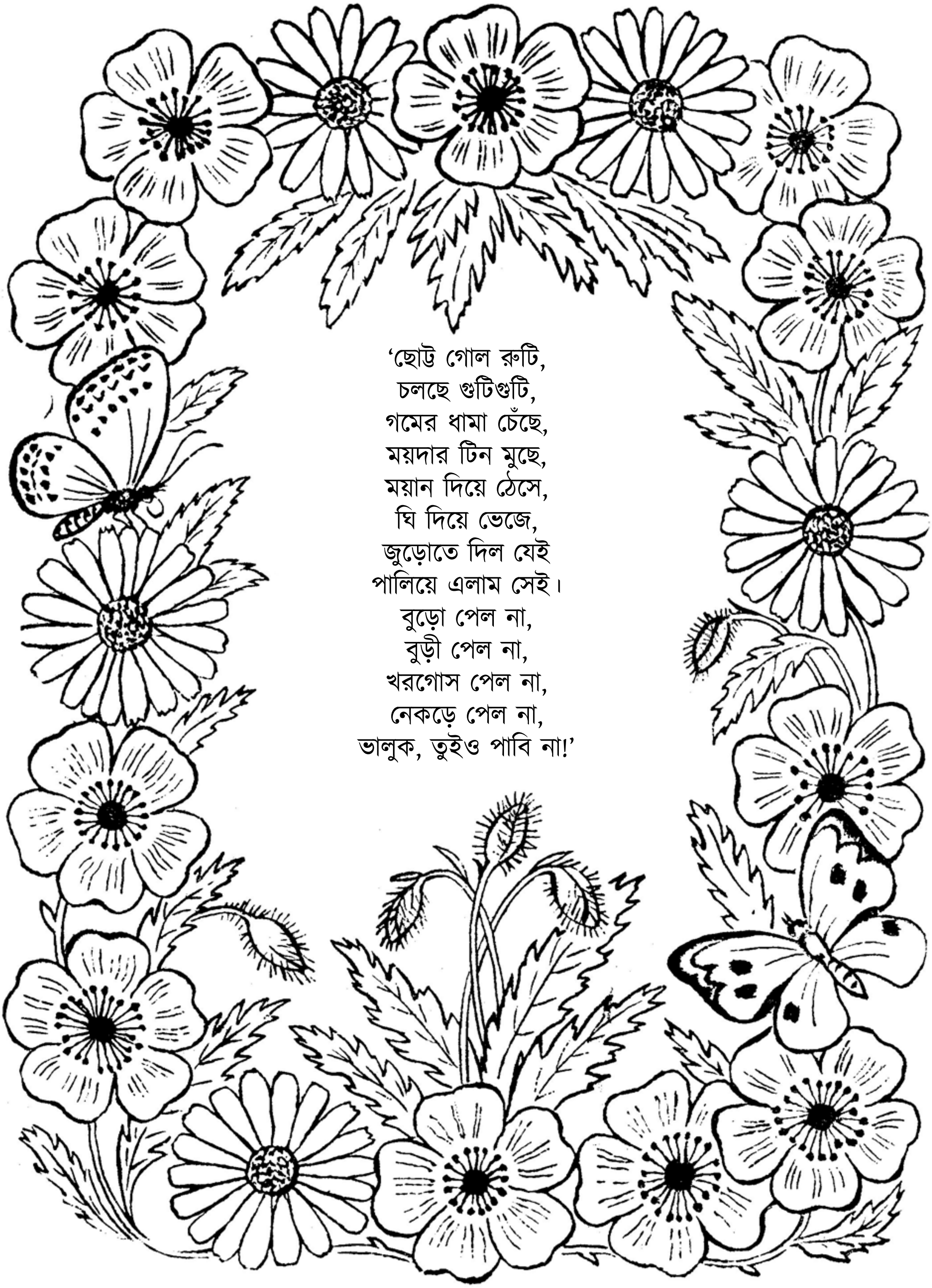

‘ছোট্ট গোল রুটি,
চলছে গুটিগুটি,
গমের ধামা চেঁছে,
ময়দার টিন মুছে,
ময়ান দিয়ে ঠেসে,
ঘি দিয়ে ভেজে,
জুড়োতে দিল যেই
পালিয়ে এলাম সেই।
বুড়ো পেল না,
বুড়ী পেল না,
খরগোস পেল না,
নেকড়ে পেল না,
ভালুক, তুইও পাবি না!’

ভালুকের চোখের পলক পড়তে না পড়তেই গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলে গেল বহুদুর।

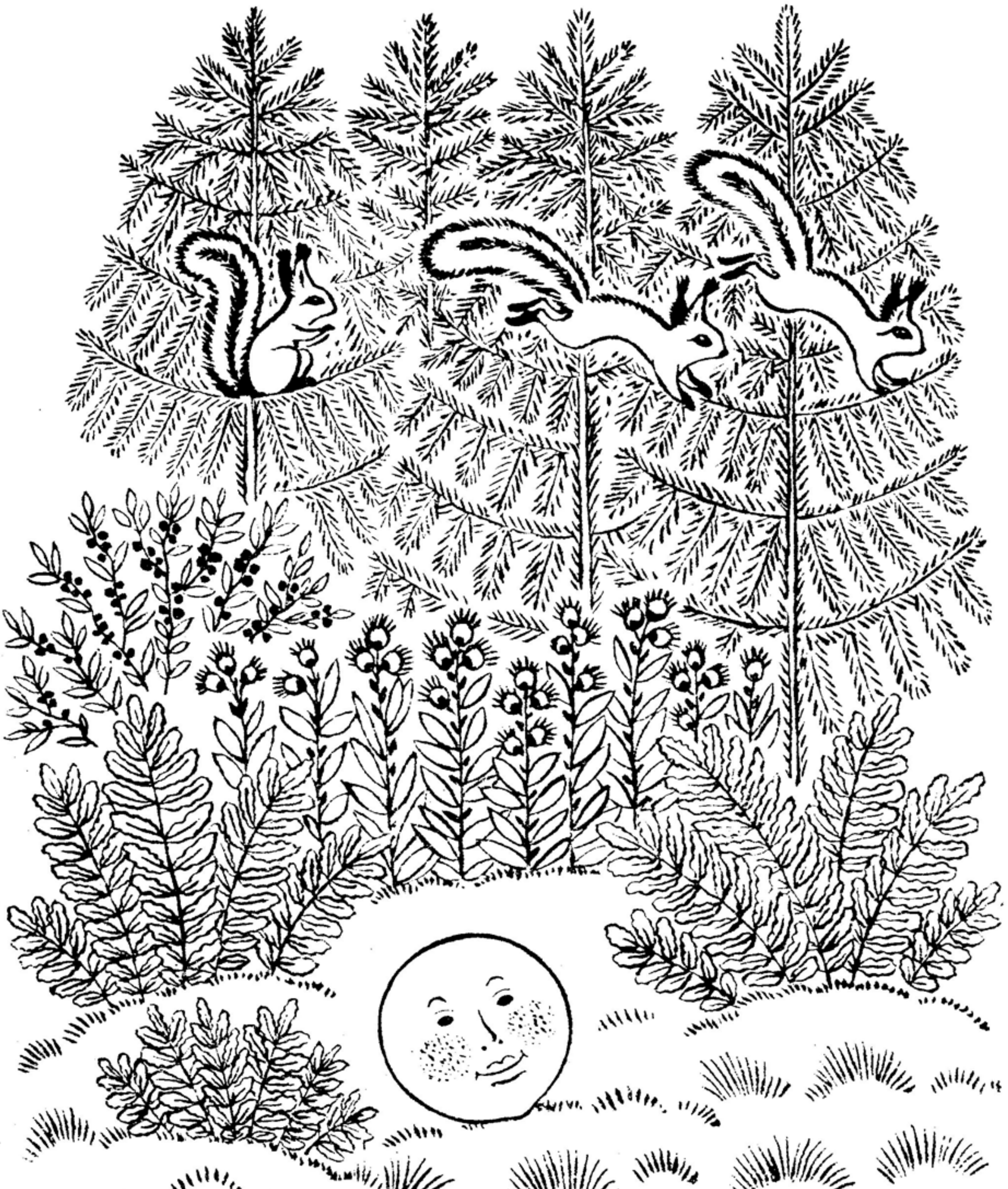

গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলেছে, পথে দেখা এক শেয়ালের সঙ্গে।

‘গোল রুটি, গোল রুটি বল তো, গড়িয়ে গড়িয়ে চললি কোথায়?’
‘চলেছি রাস্তা বেয়ে।’

‘তা বেশ, কিন্তু একটা গান শুনিয়ে যা না ভাই!’
গোল রুটি গান শুরু করল:

ছোট্ট গোল রুটি,
চলছে গুটিগুটি,
গমের ধামা চেঁছে,
ময়দার টিন মুছে,
ময়ান দিয়ে ঠেসে,
ঘি দিয়ে ভেজে,
জুড়োতে দিল যেই
পালিয়ে এলাম সেই।
বুড়ো পেল না,
বুড়ী পেল না,
খরগোস পেল না,
নেকড়ে পেল না,
ভালুক পেল না;
সেয়ানা শেয়াল, তুইও পাবি না!’

শেয়াল বলল, ‘বা! খাসা গান! কিন্তু দুঃখের কথা কী বলব ভাই,
কানে ভাল শুনতে না পাই!
এক কাজ কর, আমার নাকে বসে, গান ধর কষে।’
এক লাফে শেয়ালের নাকে চড়ে বসল গোল রুটি। তারপর জোর গলায় গান ধরল।

শেয়াল তবু আবার বলে:
‘গোল রুটি, গোল রুটি, একটু বসে জিভের ’পরে, শেষবারটি শুনিয়ে দে রে।’
গোল রুটি এক লাফে গিয়ে বসল একেবারে শেয়ালের জিভের ওপর – ব্যস – শেয়ালও অমনি খেয়ে ফেলল।

গোল রুটি

রুশদেশের উপকথা

এসো রঙ করি

অনুবাদ করেছেন সুপ্রিয়া ঘোষ
সম্পাদনা করেছেন ইয়েভগেনি স্পিরিন ও চৈতী রহমান
লেআউট করেছেন অরভিন্দ গুপ্তা ও ইয়েভগেনি স্পিরিন

International project:
"Mini Progress and Mini Raduga"

MINI PROGRESS & MINI RADUGA